

ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

স-৩৩৯০

আগরতলা, ১২ অক্টোবর, ২০২৬

আসন্ন দুর্গাপূজা ও উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে
সম্পন্ন করতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পশ্চিম জেলায় আসন্ন দুর্গাপূজা ও উৎসব সুষ্ঠু, আনন্দময় ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আজ প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম জেলা প্রশাসন এই আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, ট্রাফিক সুপার কান্তা জাঙ্গির, সদর মহকুমার মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস সহ ডিসিএমগণ, অগ্নি নির্বাপক, বিদ্যুৎ, আগরতলা পুরনিগম সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ ও পশ্চিম জেলার বিভিন্ন ক্লাব ও পূজা কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সদস্য ও সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার আসন্ন শারদোৎসবকে আনন্দময় সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জনসাধারণ ও পূণ্যার্থীদের স্বাচ্ছন্দ, নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পূজা ও উৎসব কমিটিগুলির জন্য প্রশাসন থেকে নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান বা সাধারণ বিয়ের মতো অনুষ্ঠানে প্রশাসনের বিশেষ হস্তক্ষেপ না থাকলেও সার্বজনীন পূজার ক্ষেত্রে জনসমাগম ও স্থান ব্যবহারের কারণে প্রশাসন ও আয়োজকদের অনেক দায়িত্ব বেড়ে যায়। তিনি পূজামন্ডপের আকস্মিক বিদ্যুৎ বিভ্রাট এড়াতে বিকল্প পাওয়ার ব্যাকআপ বা ইনভার্টারের ব্যবস্থা রাখার জন্য ক্লাবগুলির প্রতি অনুরোধ জানান। এটি সম্ভব না হলে অন্তত ৪-৫ ঘন্টা ব্যাকআপ দিতে সক্ষম এমন বিশেষ বাল্ব ব্যবহারের অনুরোধ জানান যা প্যাভেলের ভেতরে জরুরি আলো নিশ্চিত করবে। তিনি স্থানীয় পরিচিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বেচ্ছাসেবকদের সহজে চেনার জন্য নির্দিষ্ট রঙের ক্যাপ বা দৃশ্যমান কোনো প্রতীক ব্যবহারের করার পরামর্শ দেন যাতে সাধারণ মানুষ বিপদে তাদের সাহায্য নিতে পারেন। তিনি বলেন, জনবহুল এলাকায় উচ্চশব্দ বা ডিজে বক্সের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সম্প্রতি পুনেতে বিসর্জনের সময় অতিরিক্ত শব্দের কারণে এক শিশুর হাঁট অ্যাটাকে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। এলক্ষ্যেই প্রশাসন শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের সুরক্ষায় শব্দ নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। নিয়ম অমান্য করলে এসডিপিও এবং নোডাল অফিসারদের কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

*****২য় পাতায়

(২)

তিনি বলেন, মাঝারি থেকে বড় ক্লাবগুলিকে আগামী ৫ থেকে ৬ দিন রাতের বিশেষ সময়ের জন্য হলেও একজন অস্থায়ী ড্রাইভার সহ অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, প্যাভেলের প্রবেশ ও প্রস্থান গেইটে পুলিশ, আগরতলা পুরনিগম এবং আয়োজকদের জরুরি হেল্পলাইন নম্বর বড় করে ফ্লেক্স বা ব্যানারে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। যাতে কোন ব্যক্তি, শিশু বা জিনিসপত্র হারিয়ে গেলে দ্রুত যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। তিনি বলেন, প্রবেশ পথ, প্রস্থান ও ভেতরের অংশ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিটি ক্লাবে ২ থেকে ৩টি সিসিটিভি ক্যামেরা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া প্রবেশ ও প্রস্থান পথ সহজে চেনার জন্য কমলা বা হালকা সবুজের মতো ফ্লোরোসেন্ট বা উজ্জ্বল রঙের সাইনেজ ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক বলেন, পশ্চিম জেলার শারদ উৎসবকে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ রাখার জন্য আরক্ষা প্রশাসন থেকে সমস্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত টাঁদা নিয়ে কোন অভিযোগ নেই। আলোচনায় অংশ নিয়ে পশ্চিম জেলার ট্রাফিক সুপার কান্তা জাঙ্গির বলেন, আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত বিকাল ৫টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত নো এন্ট্রি থাকবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া পাস ছাড়া কেউ মুভমেন্ট করতে পারবেন না।

তিনি বলেন, এসপি ট্রাফিক থেকে প্রচার মাধ্যমে বিশেষ রোডম্যাপ ও নির্দেশিকা জারি করা হবে। পুজোর প্যাভেলের সামনে বা রাস্তায় ইট, বালি বা অন্যান্য সামগ্রী যাতে না রাখা হয় তার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। প্রয়োজনে গ্রীণ করিডোর রাখার জন্য তিনি আহ্বান জানান। পশ্চিম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের ডা. সুখেন্দু নাথ বলেন, আগামী ১৯, ২২ এবং ২৪ অক্টোবর রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের ওপিডি খোলা থাকবে। তিনি বলেন, মায়ের গমন অনুষ্ঠানে (কার্নিভাল) এবং দশমীঘাটে মেডিক্যাল টিম থাকবে। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের এজিএম প্রদীপ সূত্রধর, ত্রিপুরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিক, আগরতলা পুরনিগমের অ্যাসিস্ট্যান্ট মিউনিসিপ্যাল কমিশনার কিশোর সরকার এবং বিভিন্ন ক্লাব ও পূজা কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সদস্য-সদস্যগণ।
